# সম্পাদকীয় / Editorial

*কাল চির পরিবর্তনশীল। বৃক্ষপত্র মোচনের ন্যায় দিবারাত্রির খেলায় অলক্ষ্যে দিন কেটে যায়। কালের প্রবাহে ঘুরতে ঘুরতে আমরা আরেকটি বছর কাটিয়ে এলাম। বাংলা নববর্ষ (১৪১৯ বঙ্গাব্দ) সমাগত। প্রখর রৌদ্রকিরণে ধরণী ক্রমশঃ উত্তপ্ত — মুকুলিত আম্রমল্লিকায় ভ্রমরের গুঞ্জন। এই শুভক্ষণ আমাদের মনে নবীন আশা সঞ্চারিত করে — ঈশ্বর সেবার শপথে আমরা নিজেদের নতুন করে উজ্জীবিত করি।*

*বৈশাখ মাস আমাদের মননে বিশেষ আনন্দ হিল্লোল সঞ্চারিত করে, কারণ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি আমাদের চির-আরাধ্য মহাবতার বাবাজী মহারাজের শুভ আবির্ভাব তিথি। স্মরণে, পূজনে এই দিনটিতে তাঁর শ্রীচরণে আমরা শতকোটি প্রণতি জানাই।*

*কাল বিচরণশীল হলেও মহাকাল স্থির। সেজন্য মহাকালেশ্বর শিবও স্থির — অচঞ্চল। যে মণিদ্বীপ ভূমিতে স্পন্দনহীন মহাব্যোম থেকে প্রথম স্পন্দনের উদ্রেক, সদাশিবতূল্য যোগিরা সেখানে সদা অধিষ্ঠিত। সেই মহাশক্তিসম্পন্ন উচ্চকোটি ভূমি থেকে পরম কৃপাময় মহাযোগিরা কখনও কখনও এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন ক্লিষ্ট , অনিত্য জীবজগতকে করুণা বিতরণ করতে — আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ ঘটাতে। পরমপুরুষ অবতারবরিষ্ঠ শ্রীশ্রীতৈলঙ্গস্বামী (১৬০৭-১৮৮৭) তাঁদেরই একজন। তিনি বলেছিলেন, "মানুষের অন্তরই শ্রেষ্ঠ তীর্থ"। বৈরাগ্য এবং ঈশ্বরমুমুক্ষাই শান্তি ও সাত্ত্বিক জীবনের মূল মন্ত্র। তিনি জীবজগতকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন নিজের অন্তঃশক্তিকে জাগরিত করতে — যাহা জীবাত্মাস্থিত পরমাশক্তির স্পন্দনরূপ।*

*হিরণ্যগর্ভের এই সংখ্যাটি আমরা নিবেদন করলাম সেই করুণাঘন মহাবতারের চরণে। সেই সঙ্গে নববর্ষের পুণ্যলগ্নে আমরা প্রণতি জানাই মহাবতার শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ, শ্রীশ্রীলাহিড়ীমহাশয়, শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ পরমহংস ও আমাদের পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের রাতুল চরণে।*

*The days in the calendar pass off imperceptibly as the rustle of fallen leaves. As the Sun God rides his chariot to pour down hot rays on Mother Earth and bees hover around mango sprouts, one can feel that summer has arrived at last. Like every year, we would celebrate Bengali New Year (1419) at our Ashram with warmth and verve. It is an occasion to renew our hopes and to redeem our pledge to the service of the Lord.*

*Baishakh, the first month in the Bengali calendar, is especially significant to us because it is during the full moon day of this month, Mahabatar Babaji Maharaj graced this world through His holy descent. Let all of us offer our profound obeisance to His holy feet on this auspicious occasion.*

*Material time marches on while primordial time ("mahakala") stands still. Thus, Mahakaleswar Shiva is ever reticent. Sadasiva lords over the sublime domain of "Monideep", the divine land where initial spasms of life-force just manifests from the tranquility. Our mortal world is blessed when incarnations of Sadasiva descend amongst us to bestow compassion to the beleaguered masses and set examples of the highest spiritual order. Shri Shri Tailanga Swamy (1607 – 1887), one of the greatest saints of India, was such an incarnation. According to Paramhansa Yoagnanda, he was one of the siddhas (perfected beings) who have cemented India against the erosions of time. The Swamy used to state that the greatest place of pilgrimage is one's pure free mind, and bliss and spiritual attainment can be achieved through renunciation of worldly pleasures and absorption in God only. "People fail to realize the inner power that lay latent in ourselves and look for spiritual miracles outside" he used to say. This great saint remained in physical embodiment for almost three centuries and blessed the mankind through his unparalleled compassion.*

*We dedicate this edition of Hiranyagarbha to the lotus feet of this benevolent Mahayogi. We also offer our profound homage, on the auspicious occasion of the Bengali New Year, to spiritual doyens and our beloved Gurumaharajas Mahabatar Babaji Maharaj, Shri Shri Lahiri Mahashoy, Shri Shri Sachchidananda Paramhansa and our Guru Sree Sree Maa with the humble prayer to deliver us from all forms of worldly bondage.*